বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

প্রবহমান নদীর সাথে

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ঘাট/পয়েন্ট/ইকোপার্ক ইজারা/লাইসেন্স প্রদানের টেন্ডারের তারিখ পুনঃ পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

১। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)-এর ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, চাঁদপুর, আরিচা, আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার, মেঘনাঘাট, পটুয়াখালী, বাঘাবাড়ী, শিমুলিয়া (মাওয়া), বরগুনা, নওয়াপাড়া (যশোর), ভোলা, টঙ্গী, নগরবাড়ী-কাজিরহাট-নরাদহ, নাজিরগঞ্জ, চিলমারী, মজুচৌধুরীরহাট, চরফ্যাশন (বেতুয়া), হাতিয়া, কক্সবাজার নদী বন্দর এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট আঞ্চলিক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন লঞ্চঘাট, ফেরীঘাট, ল্যান্ডিং স্টেশন, ইকোপার্ক, উপকূলীয় টার্মিনাল জেটি ঘাট, ফেরী টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ড, খাল-টোল স্টেশন, কালেকশন পয়েন্ট, মালামাল উঠানামার শুল্ক আদায় পয়েন্ট ও মালামাল উঠানামার লেবার হ্যান্ডলিং পয়েন্টসমূহে আদায়যোগ্য চার্জ/শুল্কহার সরকার কর্তৃক পুনঃ নির্ধারণের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে যা জুলাই, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে ইজারাযোগ্য ঘাট/পয়েন্টসমূহের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঘাট/পয়েন্টের ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত মূল্য পুনঃ নির্ধারণের প্রয়োজন হবে। সে আলোকে ইতোমধ্যে জারিকৃত টেন্ডার সূচি পুনরায় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তদানুযায়ী বর্ণিত নদী বন্দরগুলোর আওতাধীন ঘাট/পয়েন্টসমূহে ০১ জুলাই ২০২৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১(এক) বছরের জন্য **{তবে শুধুমাত্র ইকোপার্ক সমূহ ১০(দশ) বছরের জন্য}** সরকার কর্তৃক পুনঃ নির্ধারিত শুল্কহার অনুযায়ী শুল্ক/ চার্জ আদায়ের নিমিত্ত ইজারা/লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃ নির্ধারিত তারিখে টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে। গত ২৬-০৪-২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক যুগান্তর; দৈনিক ইত্তেফাক, দি ডেইলী স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত টেন্ডারের পূর্ব নির্ধারিত তারিখ পুনঃ পরিবর্তন পূর্বক নিম্নোক্তভাবে পুনঃ নির্ধারণ করা হলোঃ-

নদী বন্দরের নাম	দফা	পুনঃ নির্ধারিত টেন্ডারের তারিখ
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, চাঁদপুর, আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার ও পটুয়াখালী নদী বন্দর।	১ম দফা	২০-০৫-২০২৬ ও ২১-০৫-২০২৬ = ০২ দিন।
	২য় দফা	০৩-০৬-২০২৬ = ০১ দিন (১ম দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৩য় দফা	০৮-০৬-২০২৬ = ০১ দিন (২য় দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৪র্থ দফা	১৫-০৬-২০২৬ ও ১৬-০৬-২০২৬ = ০২দিন (৩য় দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৫ম দফা	২২-০৬-২০২৬= ১দিন(৪র্থ দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৬ষ্ঠ দফা	২৯-০৬-২০২৬= ১দিন(৫ম দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
বাঘাবাড়ী, বরগুনা, নওয়াপাড়া, নগরবাড়ী-কাজিরহাট- নরাদহ ও শিমুলিয়া (মাওয়া), কক্সবাজার, মজুচৌধুরীর হাট, ভোলা ও টঙ্গী নদী বন্দর।	১ম দফা	২০-০৫-২০২৬ = ০১ দিন।
	২য় দফা	০৩-০৬-২০২৬ = ০১ দিন (১ম দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৩য় দফা	০৮-০৬-২০২৬ = ০১ দিন (২য় দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৪র্থ দফা	১৫-০৬-২০২৬ = ০১দিন (৩য় দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৫ম দফা	২২-০৬-২০২৬= ১দিন(৪র্থ দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৬ষ্ঠ দফা	২৯-০৬-২০২৬= ১দিন(৫ম দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
চট্টগ্রাম আঞ্চলিক দপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক দপ্তর এবং আরিচা, মেঘনাঘাট, নাজিরগঞ্জ, চিলমারী, চরফ্যাশন (বেতুয়া) ও হাতিয়া নদী বন্দর।	১ম দফা	২১-০৫-২০২৬ = ০১ দিন।
	২য় দফা	০৩-০৬-২০২৬ = ০১ দিন (১ম দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৩য় দফা	০৮-০৬-২০২৬ = ০১ দিন (২য় দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৪র্থ দফা	১৬-০৬-২০২৬ = ০১দিন (৩য় দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৫ম দফা	২২-০৬-২০২৬= ১দিন(৪র্থ দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।
	৬ষ্ঠ দফা	২৯-০৬-২০২৬= ১দিন(৫ম দফায় অনিষ্পন্ন ঘাট/ পয়েন্টসমূহ)।

২। প্রতিটি দরপত্র/টেন্ডার ফরমের মূল্য (অফেরৎযোগ্য) নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত মূল্য	দরপত্রের নির্ধারিত মূল্য
(ক)	০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১,০০০/-
(খ)	০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ১০(দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২,০০০/-
(গ)	১০(দশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৩,০০০/-
(ঘ)	৩০(ত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৪,০০০/-
(ঙ)	৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ১ (এক) কোটি টাকার নিম্নে	৫,০০০/-
(চ)	১ (এক) কোটি টাকা এবং তদুর্ধ্ব	৭,৫০০/- এবং পরবর্তী প্রতি এক কোটি টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ২০০০/- টাকা মাত্র।

৩। ইতঃপূর্বে গত ০৮-০৪-২০২৬ ও ১৭-০৪-২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় এবং ০৯-০৪-২০২৬ ও ১৮-০৪-২০২৬ তারিখ দি ডেইলী স্টার, ০৯-০৪-২০২৬ ও ১৯-০৪-২০২৬ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলী, নিয়মাবলী এবং টেন্ডার দাখিলের স্থান ও সময় অপরিবর্তিত থাকবে। তাছাড়া ইতোমধ্যে ক্রয়কৃত দরপত্র/টেন্ডার ফরম পুনঃ নির্ধারিত ১ম দফা টেন্ডারে ব্যবহার করা যাবে। তবে প্রাক্কলিত মূল্য বৃদ্ধির কারণে কোন ঘাট/পয়েন্টের টেন্ডার ফরমের মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ জমা দিয়ে বন্দর ও পরিবহন বিভাগের প্রধান দপ্তর/সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্মকর্তার দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হতে দরপত্র/টেন্ডার ফরমে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে।

৪। সংশ্লিষ্ট ঘাট/পয়েন্টগুলোর প্রাক্কলিত মূল্য এবং টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিআইডব্লিউটিএ'র প্রধান দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট নদী বন্দর কর্মকর্তার দপ্তর হতে জানা যাবে। তাছাড়া বিআইডব্লিউটিএ'র ওয়েব সাইটেও (**www.biwta.gov.bd**) এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে।

৫। উল্লেখ্য, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কেউ ইতোমধ্যে ১ম দফা টেন্ডারের দরপত্র/টেন্ডার ফরম ক্রয় করে কোন কারণে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে না চাইলে তাকে উক্ত দরপত্রের মূল্য ফেরত প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে দরপত্র ক্রয়ের মূল মানি রশিদ এবং মূল দরপত্র সংযুক্ত করে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রধান দপ্তরস্থ পরিচালক (বন্দর ও পরিবহন) বরাবর অথবা সংশ্লিষ্ট নদী বন্দর কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে এরূপ অর্থ ফেরৎ শুধুমাত্র ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের ১ম দফা টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে; পরবর্তী টেন্ডারের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

৬। আগ্রহী দরদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট ঘাট/পয়েন্টের বাস্তব অবস্থা, জেনে-বুঝে, ঘাট/পয়েন্টের সীমানা এবং পুনঃ নির্ধারিত চার্জ/শুল্কহার সম্পর্কে অবহিত হয়ে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

পরিচালক

বন্দর ও পরিবহন বিভাগ

ফোন নং-০২-২২৩৩৮২৬৭৩

port.biwta@gmail.com